সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

خلافة أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير ﷺ
-এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর
রাযিয়াল্লাহু আনহু

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ

মাওলানা আব্দুল্লাহ মুআয

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

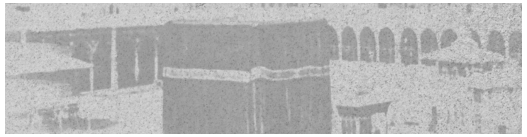

জীবন ও কর্ম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মূদ্রিত; +8801730706735
প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৪৩ / সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব
ISBN : 978-984-94929-8-6
মূল্য : ৳ ৩০০ (তিন শত টাকা মাত্র) USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

বর্তমান বিশ্বের প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী-এর রচনাসম্ভার পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এদেশে *মাকতাবাতুল ফুরকান*-ই সর্বপ্রথম তার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে। ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীগ্রন্থ দিয়েই এর সূচনা হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যান্য খলীফাগণ—উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু, আলী ইবনে আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের পরবর্তী হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু, মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু; সর্বশেষ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*জীবন ও কর্ম : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.*—এ ধারারই একটি সংযোজন। উল্লেখ্য, ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী-এর সবগুলো গ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের লিখিত অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য একটি নাম, একটি অনবদ্য অনুপ্রেরণার উৎস। হিজরতের ইতিহাসকে আরও উচ্চকিত করেছে তার জন্ম। আশৈশব রাসূলের স্নেহ-ভালোবাসায় বেড়ে উঠেছেন। গৌরবজ্জ্বল পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে এক ঐশ্বর্যময়ী ঈমানী আদর্শকে বুকে লালন করেছেন, তা প্রচার-প্রসার করেছেন এবং সংরক্ষণে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন; আমৃত্যু অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে সেই লক্ষ্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

এই গ্রন্থে তারই জীবন-বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে—শৈশব, রাসূলের কাছে বাইআতগ্রহণ, তার পরিবার, জিহাদ ও দাওয়াতী কার্যক্রম এবং পরিশেষে খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণ ও জীবনাবসান। এছাড়া এতে তার বিশেষ

গুণাবলী—ইলমের গভীরতা, ইবাদত-তাকওয়া, বীরত্ব-সাহসিকতা, ভাষা-বাকপাণ্ডিত্য ও উদারতা কথাও আলোচনা করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কৃপণতার মিথ্যা অভিযোগসমূহ খণ্ডন করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমেই গ্রন্থটিতে ইবনে যুবাইর রা.-এর সামসময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও আলোচিত চরিত্রসমূহ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বশেষ আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের শেষ দিনগুলো এবং তার খেলাফত পতনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও এতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থটি আরবী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। আর এই দুরূহ কাজটি করেছেন তরুণ প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল অনুবাদক ও লেখক মাওলানা আব্দুল্লাহ মুআয। ইতোমধ্যে মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে তার অনূদিত গ্রন্থ *রাসূল সা.-এর অন্যতম দশদিন* প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজকে কবুল করেন।

উল্লেখ্য, বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

৫ সফর ১৪৪৩ / ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১

অনুবাদকের কথা

প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে সাহাবীপ্রেম থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। সাধারণত আমরা আমাদের ঈমানের দাবি হিসেবেই সাহাবীদের মুহাব্বত করি; কিন্তু এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে চাই না। মূলত আমরা তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানি না। তাদের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ-মূল্যবোধের ব্যাপারেও কোনো জ্ঞান রাখি না। অথচ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মানবতা তার স্বরূপ ফিরে পেয়েছিল। আমাদের অনেকেই সোনালী অতীত ফিরে পেতে আগ্রহী, কিন্তু সে যুগের মনীষীদের জানার কোনো আগ্রহ নেই। তাদের জানা ছাড়া, তাদের পথে চলা ছাড়া সেই অতীত ফিরে পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সাহাবীদের সাথে এক অনন্য সেতুবন্ধন তৈরির লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রয়াস, এই অনবদ্য গ্রন্থ—*জীবনও কর্ম : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.*।

গ্রন্থটি ড. আলী সাল্লাবী কর্তৃক লিখিত خلافة أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير-এর অনুবাদ। বিশিষ্ট সাহাবী আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি মদীনায় ইসলামের প্রথম জন্মলাভকারী মুসলিম সন্তান। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে ইলমের গভীরতা, ইবাদত-তাকওয়া, বীরত্ব-সাহসিকতা, ভাষা ও বাকপাণ্ডিত্যসহ বহুগুণ বিদ্যমান ছিল। তবে তার জীবনের মৌলিক একটি দিক ছিল—কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে আপোষহীন মনোভাব। ফেতনার এই যুগে তার জীবনচরিত পাঠকের হৃদয়ে মনোবল সঞ্চার করবে। সঠিক পথে দ্বীধাহীন অগ্রসর হওয়ার স্পৃহা জোগাবে। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে সত্যের আধুনিক প্রকাশ—*মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার এই ছোট প্রয়াসকে মূল্যায়ন করার জন্য। আমার আব্বা-আম্মা যারা আমাকে সৎকাজে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করে থাকেন, তাদের শুকরীয়া আদায় করছি। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

আব্দুল্লাহ মুআয
শিক্ষার্থী, তাখাসসুস ফী উসূলিল ফিকহ
মদীনাতুল উলূম, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উৎসর্গ

বড় হুযুর—প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম—সাহাবী-প্রেমের এক বিস্ময়কর জীবন। তিনি আমাদের বলেন, 'সাহাবীদের এমনভাবে চেনা উচিত যেভাবে আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের চিনি।' সরল বাক্যে হৃদয়গ্রাহী আবেদন। তিনি সাহাবীদের এভাবেই পাঠ করে থাকেন—যেন তাদের স্বচক্ষে দেখছেন। আল্লাহ তাআলা তার ছায়াকে আমাদের ওপর আরও দীর্ঘ করুন। আমীন।—অনুবাদক।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়
পরিচিতি, শৈশব ও বিশেষ গুণাবলী

এক। নাম ও বংশ পরিচয় ১৭
দুই। জন্ম ও রাসূল সা.-এর কাছে বাইআতগ্রহণ ১৭
তিন। পিতা—যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. ১৮
চার। মাতা—আসমা বিনতে আবি বকর রা. ১৯
পাঁচ। স্ত্রী ও সন্তানাদি ২৩
ছয়। শারীরিক গঠন ও বিশেষ গুণাবলী ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও মুআবিয়া রা.-এর যুগে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.

এক। ইয়ারমুক-যুদ্ধ ৩৫
দুই। উমর রা.-এর সাথে ইবনে যুবাইর রা. ৩৫
তিন। উসমান রা.-এর খেলাফতকালে কুরআন লিপিবদ্ধকরণ ৩৬
চার। উত্তর আফ্রিকায় ইবনে যুবাইর রা.-এর যুদ্ধ তৎপরতা ৩৬
পাঁচ। উসমান রা.-কে রক্ষার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা ৩৯
ছয়। জঙ্গে জামালে ইবনে যুবাইর রা. ৪০
সাত। মুআবিয়া রা.-এর যুগে ইবনে যুবাইর রা.-এর জিহাদ ৪১

তৃতীয় অধ্যায়
ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার যুগে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.

এক। ইয়াযীদের কাছে বাইআতগ্রহণ ৪২

দুই। ইয়াযীদের শাসনামলে ইবনে যুবাইর রা. ৪৭
তিন। ইবনে যুবাইর রা.-এর বিদ্রোহ করার মূল উদ্দেশ্য ৪৯
চার। ইবনে যুবাইর রা.-কে নমনীয় করতে ইয়াযীদের প্রচেষ্টা ৫০
পাঁচ। ইবনে যুবাইর রা. কর্তৃক ইয়াযীদের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ ৫২
ছয়। ইবনে যুবাইর রা.-এর কাছে ইয়াযীদের প্রস্তাবনামা ৫৩
সাত। ইবনে যুবাইর রা.-এর প্রতি ইয়াযীদের ক্ষোভ ৫৩
আট। ইয়াযীদের প্রস্তাবে ইবনে যুবাইর রা.-এর সিদ্ধান্ত ৫৪
নয়। ইবনে যুবাইর রা.-কে প্রতিনিধিদলের হুমকি ৫৪
দশ। ইবনে যুবাইর রা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযান ৫৬

চতুর্থ অধ্যায়
আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর খেলাফতকাল

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইয়াযীদের মৃত্যু ও ইবনে যুবাইরের খেলাফতগ্রহণ

এক। ইয়াযীদের মৃত্যু ৬৭
দুই। মুআবিয়া ইবনে ইয়াযীদের খেলাফতামল ৬৭
তিন। ইবনে যুবাইর রা.-এর কাছে খেলাফতের বাইআতগ্রহণ ৭২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইবনে যুবাইর রা.-এর বিরুদ্ধে মারওয়ান ইবনে হাকামের বিদ্রোহ

এক। নাম ও বংশ পরিচয় ৮১
দুই। শামে ইবনে যুবাইর রা.-এর সহযোগীদের হত্যাকরণ ৮৩
তিন। মিসরকে উমাইয়া শাসনের অন্তর্ভুক্তকরণ ৯১
চার। মারওয়ানের মৃত্যু এবং আব্দুল মালিকের দায়িত্বগ্রহণ ৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান এবং ইবনে যুবাইর রা.-এর সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এক। নাম ও বংশ পরিচয় ৯৬
দুই। খেলাফতের পূর্বে তার রাজনৈতিক জীবন ১০১
তিন। আব্দুল মালিকের সহযোগী উলামায়ে কেরাম ১০২
চার। তাওয়াবীনদের তৎপরতা এবং আইনুল ওয়ারদার যুদ্ধ ১০৩
পাঁচ। মুখতার ইবনে আবী উবাইদ সাকাফী ১০৬
ছয়। আমর ইবনে সায়ীদের আন্দোলন এবং তার নিহত হওয়ার ঘটনা ১২১
সাত। রোমের সঙ্গে আব্দুল মালিকের চুক্তি এবং জারাজিমা দমন ১২৮
আট। যুফার ইবনুল হারিস আল কিলাবী ১৩০
নয়। ইরাকের সংযুক্তি এবং মুসআব ইবনে যুবাইরকে হত্যা ১৩১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইবনে যুবাইর রা.-এর জীবনের শেষ দিনগুলো

এক। ইবনে যুবাইর রা.-কে অবরোধের পূর্বে হিজাযকে উমাইয়া শাসনের অধীনে আনার চেষ্টা ১৪১
দুই। দ্বিতীয় অবরোধ এবং ইবনে যুবাইর রা.-এর খেলাফতের পরিসমাপ্তি ১৪৩
তিন। ইবনে যুবাইর রা.-এর খেলাফত পতনের কারণ ১৬৩
চার। শোকগাঁথা ১৭৪

LETTER OF AUTHORIZATION

To Whom It May Concern

I, hereby, am granting the permission to **MOHAMMAD ADAM ALI** (Proprietor, Maktabatul Furqan, 11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Mob : +8801733211499) to translate and publish all published books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into Bengali (The official and national language of Bangladesh); *Noble Life of The Prophet* (3 Vols) and the Biography of Abu Bakr As-Siddeeq ﷺ, Umar Ibn Al-Khattab ﷺ, Uthman Ibn Affan ﷺ, Ali ibn Abi Talib ﷺ (2 Vols), Umar bin Abd Al-Aziz, Salah Ad-Deen Al-Ayubi (3 Vols), al-Hasan ibn 'Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan ﷺ.

Moreover, *Maktabatul Furqan* will be considered as a publisher & distributor of the translated books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into **Bengali** worldwide.

With best wishes

Sincerely,

Name : Dr. Ali Mohamed El-Sallabi
Signature : 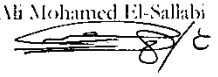

Date: March 8, 2018

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মার অনিষ্ট ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, সে পথভ্রষ্ট হতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে (মন্দ আমলের কারণে) পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনো হিদায়াতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য অন্য কোনো সত্তা নেই। আল্লাহ এক এবং একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো; যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১০২)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। (সূরা নিসা, ৪ : ১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১)

হে আল্লাহ, আপনার জন্য সকল প্রশংসা, যেমনটি আপনার মর্যাদা ও বড়ত্বের সাথে মানায়। আপনি সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত, আপনি যখন সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পরও আপনারই জন্য সকল প্রশংসা।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*জীবন ও কর্ম : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.*—মূলত আমার লিখিত *উমাইয়া শাসনামল*-এর অংশবিশেষ। এই গ্রন্থে ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন-বৃত্তান্ত—তার নাম, উপনাম, লকব, শৈশব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআতগ্রহণ এবং তার বিশেষ গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে তার পিতা যুবাইর ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মাতা আসমা বিনতে আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহার বিশেষ অবদান নিয়েও কিঞ্চিত আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানাদি, স্ত্রীগণ এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য—ইলমের গভীরতা, ইবাদত-তাকওয়া, বীরত্ব-সাহসিকতা, ভাষা ও বাকপাণ্ডিত্য এবং তার উদারতার কথাও আলোচনা করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কৃপণতার মিথ্যা অভিযোগ দেওয়ার মূল রহস্য ও এর সঠিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আবু বকর, উমর, উসমান, আলী এবং মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমের খেলাফতকালে ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। ইয়ারমুক যুদ্ধে তার সাহসী অবস্থান, কুরআন লিপিবদ্ধকরণে তার ভূমিকা, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে তার প্রতিবাদী লড়াই, জঙ্গে জামালে তার অংশগ্রহণ এবং ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার নেতৃত্বে কনস্ট্যান্টিনোপল অভিমুখে তার যুদ্ধযাত্রা বিষয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে মুআবিয়া ইবনে ইয়াযীদের যুগে ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর তৎপরতা এবং ইয়াযীদ কর্তৃক বাইআতগ্রহণের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ইয়াযীদের বাইআত প্রত্যাখ্যানকরণ, মক্কায় ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আশ্রয়গ্রহণের কারণ এবং ইয়াযীদের বিরুদ্ধাচারণের মূল হেতু স্পষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে—ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অনুগত করার জন্য ইয়াযীদের প্রচেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিকল্পনার ইতিহাস, যা আমর ইবনে যুবাইর ও হাসীন ইবনে নুমাইরের অভিযান এবং অবোরধের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যু, মুআবিয়া ইবনে ইয়াযীদের খেলাফত ও তার পদত্যাগ, ইবনে যুবাইর রা. কর্তৃক খেলাফতের বাইআতগ্রহণ এবং তার বিরুদ্ধে মারওয়ানের যুদ্ধ-বিদ্রোহ, জাবিয়া সম্মেলনের গুরুত্ব, মারজেরাহিত যুদ্ধ, মিসর দখল এবং ইরাক ও হিজাযকে উমাইয়া শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে—আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান কর্তৃক শাসনকার্যের দায়িত্বগ্রহণ, মারওয়ানের মৃত্যু, তাওয়াবীন ও মুখতার ইবনে আবু উবাইদ আস-সাকাফী এবং আমর ইবনে সায়ীদের তৎপরতার ইতিহাস।

পরিশেষে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের শেষ দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে, তার খেলাফত পতনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ।

আল্লাহ তাআলার অসংখ্য শুকরীয়া জ্ঞাপন করছি; তাঁর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তার বরকতময় নামের উসিলায় আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করেন এবং তা উম্মতের জন্য উপকারী বানান। আমি তাঁর কাছে একান্ত আশাবাদী, তিনি আমার প্রতিটি কালির ফোঁটার উত্তম বিনিময় দান করে তা মীযানের পাল্লায় নেক আমল হিসেবে গ্রহণ করবেন। হে আল্লাহ, আপনি এই কাজে আমার সকল সহযোগী ভাইদের উত্তম বিনিময় দান করেন। প্রত্যেক পাঠকের কাছে আমার আকুল আবেদন, তারা যেন তাদের দুআতে অধম লেখককে স্মরণ রাখেন।

رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نِعۡمَتَکَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنۡ
اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰىهُ وَ اَدۡخِلۡنِیۡ بِرَحۡمَتِکَ فِیۡ عِبَادِکَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۹﴾

হে আমার রব, তুমি আমাকে তাওফীক দাও, যেন আমি তোমার সেই সকল নিয়ামতের শুকরীয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে দিয়েছ; এবং আমি যেন তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি। আর তুমি নিজ রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মাঝে শামিল করো। (সূরা নামল, ২৭:১৯)

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি বর্ষিত হোক দরূদ ও সালাম।

রবের ক্ষমা, অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির মুখাপেক্ষী
ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি, শৈশব ও বিশেষ গুণাবলী

এক। নাম ও বংশ পরিচয়

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইবনুল আওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ। তাকে আমীরুল মুমিনীন, আবু বকর, আবু খুবাইব আল-কুরাশী আল-আসাদী আল-মাক্কী আল-মাদানী বলে সম্বোধন করা হতো। সাহাবীদের মাঝে তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাইয়ের সন্তান। তার পিতা *হাওয়ারীয়ে রাসূল*—রাসূলের বিশিষ্ট সহচর—নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।[১]

দুই। জন্ম ও রাসূল সা.-এর কাছে বাইআতগ্রহণ

আসমা বিনতে আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে মক্কায় গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, গর্ভকাল পূর্ণ হওয়া অবস্থায় আমি মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করি এবং কুবায় যাত্রাবিরতি করি। কুবাতেই আমার প্রসব হয়। তারপর তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাই এবং তাকে রাসূলের কোলে রাখি। তিনি একটি খেজুর আনতে বললেন। তা চিবিয়ে তিনি তার মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই লালাই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করে। তারপর তিনি খেজুর চিবিয়ে তাহনীক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করলেন। (হিজরতের পরে) ইসলামে সেই ছিল প্রথম জন্মগ্রহণকারী। তাই তার জন্য মুসলিমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছিল। কেননা, তাদের বলা হতো ইহুদীরা তোমাদের যাদু করেছে, তাই তোমাদের সন্তান হয় না।[২]

১। *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৩/৩৬৩।
২ *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫৪৬৯।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। তার বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন তিনি রাসূলের কাছে বাইআত হতে আসেন। এর জন্য তাকে তার পিতাই আদেশ করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাইআতের জন্য আসতে দেখে খুশী হন। এরপর তিনি তাকে বাইআত করে নেন। ইহুদীদের মুখের বুলি ইবনে যুবাইরের জন্মের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তারা বলত, মুসলমানদের যাদু করা হয়েছে। তাই তাদের পুরুষ-সন্তান জন্ম নেবে না। তার জন্মোৎসবে সাহাবীদের মুখে তাকবীর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে কোলে নিয়ে মদীনা শহরে আনন্দ-মিছিল করেছিলেন। যাতে মানুষ দেখে, ইহুদীদের ধারণা নিছক মিথ্যা। ইহুদী-প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে এটি একটি কার্যকরী অনুসরণীয় পদক্ষেপ।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের কাছে সর্বদা আসা-যাওয়া করতেন। তার খালা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছেও তার অবাধ যাতায়াত ছিল।[৩]

তিন। পিতা—যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.

যুবাইর ইবনুল আওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব আল-কুরাশী আল-আসাদী। কুসাইয়ের কাছে এসে তার বংশনামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশনামার সাথে মিলে যায়। তিনি ছিলেন, হাওয়ারীয়ে রাসূল—রাসূলের বিশিষ্ট সহচর এবং তার চাচাতো ভাই। তার মা ছিলেন, সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব।

যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু আশারায়ে মুবাশশরার একজন ছিলেন—যারা দুনিয়াতে একসাথে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি আহলে শূরার সদস্য ছিলেন। তিনি মাত্র ষোলো বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে তার একনিষ্ঠ উপস্থিতি ছিল। ইসলামগ্রহণের কারণে তিনি অমানবিক নির্যাতনের শিকার

৩ *আল-হাকেম*, ৩/৫৪৮; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১১/১৮৮; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৩/৩৬৪-৬৫।